

১. মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদ অনুসারে, মানুষ তার স্বভাববশে কেবল সুখকেই কামনা করে সুখই মানুষের একমাত্র ঐ কাম্যবস্তু। আমরা জ্ঞানের কামনা করি, সম্পদের কামনা করি, সচ্চরিত্র কামনা করি এবং সে সব কামনার প্রত্যেকটি পরমকাম্যবস্তু সুখলাভের জন্য। সুখের প্রাপ্তিতেই কামনার পরিসমাপ্তি হয়। জ্ঞানকে জ্ঞানের জন্যই, অর্থকে অর্থের জন্যই, সচ্চরিত্রকে চারিত্রিক সদৃশের জন্যই মানুষ কামনা করে না, ঐসব বস্তু সুখ-প্রদায়ক বলেই মানুষ তাদের কামনা করে। সুখই মানুষের সমস্ত কামনা ও কর্মপন্থা নির্ধারক। যা সুখদায়ক তাকেই মানুষ কামনা করে, যা সুখের পরিবর্তে দুঃখদায়ক তাকে মানুষ কামনা করে না।

প্রাচীন গ্রীসের 'সিরেনেইক' সম্প্রদায় (Cyrenaics) এবং আধুনিককালের হিউম (Hume), হবস্ (Hobbes), বেঙ্হাম (Bentham), মিল (Mill) প্রমুখ দার্শনিকগণ মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদের সমর্থক। বেঙ্হাম বলেন, 'প্রকৃতি মানুষকে সুখ ও দুঃখ এই দুটি সাম্রাজ্যের অধীন করে রেখেছে, যেখানে মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে দুঃখকে পরিহার করে সুখের অন্বেষণ করা।'। দার্শনিক মিলও আত্মচেতনা ও আত্ম-সমীক্ষার (Self-consciousness and self-observation) ওপর নির্ভর করে অনুরূপ অভিমত পোষণ করে বলেন, 'কোন একটি জিনিসকে কামনা করা ও সুখকর মনে করা, কোন একটি জিনিসের প্রতি বিতরাগ হওয়া ও তাকে দুঃখজনক মনে করা- এই দুটি বিষয় সম্পূর্ণভাবে অবিচ্ছেদ্য, অথবা বলা যায় যে তারা এবই জিনিসের দুটি দিক।

মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদীদের মতে, মানুষ মূলত ইন্দ্রিয়পরায়ণ জীব। মানুষ বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী হলেও, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের আঞ্জাবহ দাস। 'বুদ্ধিবৃত্তি যেন সর্বময় কর্তৃত্বসম্পন্ন ইন্দ্রিয়বৃত্তির মন্ত্রীরূপে সুখলাভের ও দুঃখ পরিহারের পথের নির্দেশ দেয়।'। মানুষের সমস্ত কামনার চরম লক্ষ্য হচ্ছে দৈহিক সুখসম্ভোগ। মনস্তাত্ত্বিক এই অভিমত মানলে মানুষের সঙ্গে ইতর প্রাণীর প্রভেদ লুপ্ত হয়ে যায়। একথা ঠিক যে, কিছু মানুষ তাদের সকল কামনা ও কৃতির মধ্য দিয়ে সুখের অন্বেষণ করে। কিন্তু এর থেকে এমন সিদ্ধান্ত সঙ্গত হবে না যে, সব মানুষ কেবল সুখেরই অন্বেষণ করে, অন্যকিছুর নয়। কাজেই, 'মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদের অসারতা প্রতিষ্ঠা করতে হলে এটাই দেখানো প্রয়োজন যে, কিছু মানুষ সুখকে একমাত্র কাম্যবস্তু মনে করলেও এমন কিছু মানুষ আছে যারা ক্ষেত্রবিশেষে সুখের কামনা করে না।'। প্রকৃতপক্ষে মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদ মনস্তত্ত্বসম্মত নয়।

২. মার্জিত বা সংযত নৈতিক আত্মসুখবাদ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক এপিকিউরাস্ (Epicurus) এই মতবাদ প্রচার করেন এবং তাঁর নামানুসারে এই মতবাদকে 'এপিকিউরিয়ানিজম্'ও বলা হয়। এপিকিউরাসের মতে, নৈতিক জীবনে বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষ ভূমিকা আছে-বুদ্ধিই সুখলাভের সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে। অন্ধ প্রবৃত্তির বশে চালিত হয়ে যে সুখলাভ করা যায় তা মানুষকে সুস্থিত করে না, অশান্ত করে। অমিতাচারী লম্পটের সুখ দীর্ঘস্থায়ী হয় না এবং পরিণামে তা উদ্বেগ ও অশান্তির কারণ হয়। এজন্য, জীবনকে শান্ত, সমাহিত ও আনন্দময় করতে হলে সুচিন্তিতভাবে অগ্রসর হতে

মাঝারিমানের প্রশ্নোত্তর

হবে। পূর্বাপর চিন্তা করে, বিচারবুদ্ধির ওপর নির্ভর করে, মানুষের উচিত এমনভাবে অগ্রসর হওয়া যাতে তার সমগ্র জীবন শান্ত, সমাহিত ও আনন্দময় হতে পারে।

সুখের গুণগত তারতম্যের উল্লেখ না করলেও এপিকিউরাস মানসিক সুখকে দৈহিক সুখ অপেক্ষা অধিকতর কাম্য বলেছেন-পানভোজনের সুখের পরিবর্তে কাব্যচর্চার সুখকে মানবোচিত বলেছেন। সুখলাভ জীবনের উদ্দেশ্য হলেও পশুর সুখ মানুষের কাম্য নয়। 'বিচক্ষণতার সঙ্গে কার্যফল চিন্তা করে মানুষকে এমনভাবে কর্ম করতে হবে যাতে সামগ্রিকভাবে তার জীবনে সর্বাধিক সুখ লাভ করা যেতে পারে'। ১৪ ভবিষ্যতের বিশুদ্ধ ও স্থায়ী সুখের চিন্তা করে বর্তমানের ক্ষণিক ও দুঃখানুবিন্দু সুখকে পরিত্যাগ করতে হবে। জৈব প্রবৃত্তিসঞ্জাত কামনা বাসনাকে বিচারশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও সংযত করার মধ্যেই 'মানুষের সুখ' নিহিত-একথা না মানলে মানুষ পশুতে পরিণত হয়।

এপিকিউরাস প্রকৃতপক্ষে সত্রেটিসের নৈতিক মতবাদকে অনুসরণ করে বলেন, 'প্রকৃত সুখী জীবন বা সুসংহত সুখী জীবনকে হতে হবে বিচারশীল, চিন্তাশীল'। 'নিরন্তর মৎস্য ইত্যাদি সুখাদ্য খাদ্য গ্রহণ, সুস্বাদু মদ্যপান, উৎসব উদ্যাপন, সঙ্গম-প্রীতি ইত্যাদি দৈহিক সুখসম্ভোগ জীবনকে শেষ পর্যন্ত সুখী করতে পারে না। বিচক্ষণতা বা পরিণামদর্শিতার মধ্যেই সর্বাধিক সুখ নিহিত। ১৬-এ প্রকার অভিমত পোষণ করার জন্যই এপিকিউরাসের সুখবাদকে 'সংযত বা সুখবাদ' (Refined Hedonism) বলা হয়।।

এপিকিউরাস সুখকে অভাবাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করেছেন দুঃখ ও উদ্বেগ পরিহার করার সুখ নিহিত। অ্যারিস্টিপাস যে তীব্র অথচ ক্ষণস্থায়ী দৈহিক সুখের কথা বলেন, এপিকিউরাসের মতে তা দুঃখেরই নামান্তর, কেননা ক্ষণিক সুখ হারাবার আশঙ্কা দুঃখবিজড়িত। তীব্র ও ক্ষণস্থায়ী সুখকে পরিহার করে তাই সামগ্রিকভাবে জীবনে সন্তোষ বিধান করাই হচ্ছে সুখ। সহজ কথায়, এপিকিউরাসের মতে, ক্ষণিক সুখ-দুঃখের প্রতি সমভাবাপন্ন বা উদাসীন থাকাই হচ্ছে সুখ। 'দৈহিক উত্তেজনাজনিত কষ্ট ও মানসিক অভাবই সুখ'। সম্প্রদায়ের মতে, 'মানুষের জীবনাদর্শ হল-সুখ-দুঃখের প্রতি সমভাবাপন্ন হয়ে এমন এক উদাসীন ও নির্লিপ্ত মনোভাব গ্রহণ করা, যাতে করে জীবনের কোন প্রাপ্তিই মনের প্রশান্তিকে খণ্ডিত বা বিঘ্নিত করতে না পারে'।